

ସେ
ସିଏ
ଏ

শ্রেয়
খিববে
বনে

জাকারিয়া মাসুদ

মাবিল

সা র লি ক্শ ন



তুমি ফিরবে বলে

© জাকারিয়া মাসুদ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৯

প্রকাশক

সাবিল পাবলিকেশন

শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন)

১২-বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুঠোফোন : ০১৮৮৮ ৭১ ৭১ ২৯

অফলাইন পরিবেশক

সমকালীন প্রকাশন

ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

ওয়ানফাইলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই.কম, রাইয়ান বুক শপ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩০০৳

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে।



বই : তুমি ফিরবে বলে

লেখক : জাকারিয়া মাসুদ

আরও সম্পাদক : হাফিজ আল মুনাদী

প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন

প্রচ্ছদ-সহযোগিতা : জাকারিয়া মাসুদ

স্বর্গাসজ্জা : জাকারিয়া মাসুদ

যুঁচিপত্র



মুখ যারে কয় মকল জনে । ১১

জীবনটা কি হামবের জন্যেই? । ২৫

জীবন্ত কিংবদন্তির উপাখ্যান । ৩৯

Come on my brother, let us pray । ৪৯

কাছে আমার আহুঁমী গল্প । ৬৫

চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম । ৭৫

আঁধার ছাড়ায়ে যাব হারিয়ে । ৮৩

তবুও অনেক দেরি হয়ে যাবে । ৯৭

মুশরিকরাও যাঁকে মতজাযী বলে মেনে নিয়েছিল । ১০৩

স্বাধীনতার মুখ । ১১১

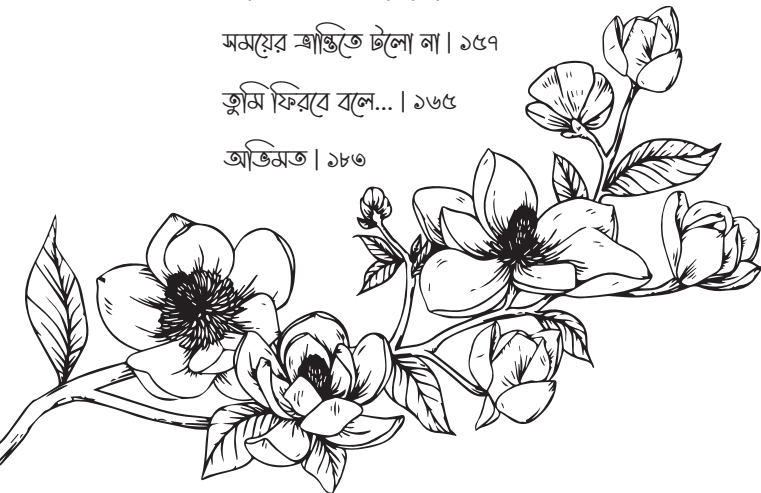
মুনাফিকি কোরো না নিজের মাথে । ১২৫

চাঁদের হামির বাঁধ ভেঙেছে । ১৪৫

মময়ের স্বাস্থিতে ঠেলো না । ১৫৭

তুমি ফিরবে বলে... । ১৬৫

অন্তিমত । ১৮৩





ভূমিকা

বইটির কোনো ভূমিকা নেই। আমি চাচ্ছি না, ভূমিকা পড়ার সময়টুকুও নষ্ট হোক তোমার। এর চেয়ে বরং মূল আলোচনায় চলে যাই আমরা। বাটপট এক কাপ কফি বানিয়ে ফেলো। দুধ-চিনি একটু বাড়িয়ে দিয়ো। ধোঁয়া ওঠা কফি খেতে খেতে আলোচনা শুনতে খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।

তোমার ভাই,
জাকারিয়া মামুদ
৩০/০৬/১৯ খ্রি.



দুখ যারে কয় ঝকল জনে

রাকিব আর আমার মধ্যে একটা জায়গায় বেশ মিল আছে। দুজনেই ব্যাকবেধগর। তবে আর সব দিক থেকে আমাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। রাকিব ধনী বাবার একমাত্র সন্তান। আর আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ছাপোষা মানুষ। উচ্চবিত্তদের লাইফস্টাইল থাকে জমকালো। আড্ডা-ফুর্তি-মাস্তি নিয়েই মত্ত থাকে ওরা। রাকিবও তেমন। বলে রাখা ভালো, রাকিব ওর ছদ্মনাম। ইচ্ছে থাকলেও আসল নামটা বলতে পারছি না। ও বারণ করেছে।

ভার্সিটির লাঞ্চ ব্রেক হয় বেলা একটায়। একটার দিকেই আজান হয় মসজিদে। সোয়া একটয় সালাত। সালাত শেষে দুপুরের খাবার খেতে ক্যান্টিনে গেলাম। লাঞ্চ করতে করতে রাকিব জানাল, নিজের জীবন নিয়ে এখন সে অতিষ্ঠ। হতাশার সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনো কাজেই তার মন বসছে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, লাইফস্টাইল চেইঞ্জ করে দেখবে কী হয়।

রাকিবের কথা শুনে আমি আনন্দিত হলাম। যাক, শেষমেশ বন্ধুটা ভুলগুলো বুঝতে পেরেছে। ও নিজের হতাশার কারণ জানাল। বাবার কাছে আবদার করে কোনো জিনিস পায়নি, এমন রেকর্ড নেই লাইফে। আইফোন থেকে শুরু করে প্রাইভেট কার, সবই আছে ওর। এতকিছুর পরেও নাকি সে শূন্যতা অনুভব করে। মারোমধ্যে চোখের জল ফেলে নীরবে।

ক্লাস শেষে আমরা গন্তব্যে ফিরছি। রাকিব জোর করে আমায় ফুচকা চত্বরে বসাল। সামনে পুকুর, দু-পাশে গাছপালা, আর বিকেলের মিষ্টি রোদ—পরিবেশটা অনেক সুন্দর। রাকিব জানাল, কদিন ধরে সে ঘুমোতে পারছে না। চোখে ঘুম থাকলেও অন্তর জেগে থাকছে। রাত পেরিয়ে যাচ্ছে বিছানায় গড়াগড়ি করে আর গান শুনে।

তুমি ফিরবে বলে

কাল ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখন সে কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। ফুচকা খেতে খেতে আমি ওকে কিছু ঘটনা শুনালাম। ঘটনাগুলো একটু গুছিয়ে লিখেছি এখানে :

১.

মডেল সিনহা রাজ। পুরো নাম মাহাতারা রহমান শৈলী। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। পিতা-মাতা বিয়েও দিয়েছিলেন তাদের পছন্দে। কিন্তু স্বামীকে পছন্দ হয়নি তার। তাই নতুন করে সংসার গড়েছিল অভিজিতের সাথে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করত মিডিয়ায়। অভিজিৎ অভিনয় করত বিভিন্ন নাটকে। পরিচালক হিসেবেও কাজ করত। ওই জগতে তার নাম ছিল অভিজিৎ অভি।

মহাখালীর দক্ষিণপাড়ার ভাড়া বাসায় থাকত দুজন। বাইরে বাইরে খুব ভালোই কাটছিল জীবন। কিন্তু কোনো এক মধ্যরাতে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় সিনহাকে। অভিজিৎ ও প্রতিবেশীরা তাকে নামিয়ে আনে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় মহাখালী মেট্রোপলিটন হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। তীব্র হতাশা আর বুকচাপা কষ্ট নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় শৈলী।

২.

চেস্টার বেনিংটন। একজন মার্কিন গায়ক। গীতিকার এবং অভিনেতা। বহুল পরিচিত লিংকিন পার্কের ভোকাল। এ ছাড়া দুটো রক ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ ও স্টোন-টেম্পল-পাইলটসের সাথেও জড়িত ছিল সে। চেস্টার পরিচিতি লাভ করে ২০০০ সালে। লিংকিন পার্কের প্রথম অ্যালবাম হাইব্রিড-থিয়োরিতে ভোকাল হিসেবে গান গাওয়ার মাধ্যমে। অ্যালবামটি ব্যাপক সফলতা পায়। ওই দশকের সেরা অ্যালবামের তালিকায় স্থান করে নেয় হাইব্রিড-থিয়োরি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি চেস্টারকে।

লিংকিন পার্ক-পরবর্তী ওর স্টুডিয়ো অ্যালবামগুলো হলো—মিটিয়োরা, মিনিটস্-টু-মিডনাইট, এ-থাউজ্যান্ড-সানস্ এবং লিভিং-থিংস্। এগুলো যথাক্রমে ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ এবং ২০১২ সালে প্রকাশ পায়। বেনিংটন তার নিজের ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ শুরু করে ২০০৫ সালে। ব্যান্ডটির প্রথম অ্যালবাম আউট-

অব-অ্যাশেজ প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের অক্টোবরের ১৩ তারিখে। বেনিংটনকে শ্রেষ্ঠ ১০০ হেভি মেটাল ভোকালিস্টদের একজন মনে করা হয়। গত ২০ জুলাই, ২০১৭-তে ক্যালিফোর্নিয়ার নিজ বাড়িতে তার বুলন্ত লাশ পাওয়া যায়। লক্ষ জনতার মনজয়কারী এ গায়ক লস অ্যাঞ্জেলেসের ‘পালোস ভার্দোস স্টেটে’ আত্মহত্যা করে। লাখ লাখ ফ্যান-ফেলোয়ারদের কাঁদিয়ে নিজের অশান্ত আত্মার কাছে পরাজিত হয়ে গলায় দড়ি দেয় চেস্টার।

৩.

২৪ মে, ২০১৭। মঙ্গলবার। ভোর ৫টা নাগাদ মিরপুরের রূপনগরের সাবলেট বাসা থেকে ফ্যানের সঙ্গে বুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সাবিরা হোসাইনের লাশ। গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে।

সাবিরা বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের মডেল ছিল। একই সাথে মোহনা টেলিভিশন এবং গান বাংলা টেলিভিশনের মার্কেটিং অ্যাক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত ছিল। পারিবারিক ও প্রেমঘটিত কারণে বেশ ক’মাস মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল সাবিরা। ফেইসবুকে আত্মহত্যার বিষয়ে ইঙ্গিতও দিচ্ছিল সে। মানসিক বিপর্যস্ততার হাত থেকে বাঁচতে শেষমেশ আত্মহত্যা করে সাবিরা।

৪.

রক ব্যান্ড অ্যামারসন এবং লেক অ্যান্ড পামারের সহপ্রতিষ্ঠাতা কিথ এমারসন। মারা গেলেন ৭১ বছর বয়সে। বিখ্যাত এই ব্যান্ডটির ফেইসবুক পেইজে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ফেইসবুক পেইজে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কেইথ অ্যামারসন সান্তা মনিকা, লস অ্যাঞ্জেলেসে তার নিজের বাড়িতে মারা গেছেন।’ অ্যামারসনের গার্লফ্রেন্ড মারি কাওয়াগুচি, শুক্রবার সকালে তার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

ওদিকে আবার মোহাম্মদপুরের বাসায় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে লাক্স তারকা সুমাইয়া। এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ডলি আনোয়ারও একই পন্থায় আত্মহত্যা করে মারা যান। গত কয়েক বছরে তারকাদের আত্মহত্যার তালিকায় রয়েছেন—মডেল ও অভিনেত্রী মিতা নূর, লাক্স তারকা রাহা, মডেল ও অভিনেতা

তুমি ফিরবে বলে

মঈনুল হক অলি, সিনহা, নায়লা, লোপা, সাব্বিরা, পিয়াস-সহ আরও অনেকেই। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেও বেঁচে আছেন লাক্স তারকা জাকিয়া বারী মম, কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি, মডেল ও অভিনেত্রী প্রভা এবং সারিকা। এর বাইরে অপ্রকাশিত তালিকায় যে কত শত অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম যে জড়িয়ে আছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

ঘটনাগুলো শোনানোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম রাকিবকে, ‘আচ্ছা বন্ধু, তারা কেন আত্মহত্যা করল? কিসের অভাব ছিল তাদের? জনপ্রিয়তা?’

রাকিব বলল, ‘নাহ! আমাদের থেকেও তো বহুগুণে বেশি জনপ্রিয় ছিল এরা।’

‘তা হলে কি টাকা-পয়সার অভাব ছিল ওদের?’

‘নাহ, তাও তো না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের টাকা কম থাকবে নাকি?’

‘তা হলে? কী ছিল না তাদের? কোন জিনিস না-পাওয়ার বেদনা তাড়া করত ওদের? কেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকত ওরা? আর এতকিছু পাওয়ার পরও কেনই-বা তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে?’

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি রাকিব। রাকিবের প্রশ্নটাই যদি তোমাকে করি, কী উত্তর দেবে? হুটহাট প্রশ্ন করেছি বলে ঘাবড়ে গেলে? উত্তরটা ভাবতে থাকো। তার আগে একটা হাদীস শোনাই।

নবি ﷺ বলেছেন,

“জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো অন্তর।”^১

যে অন্তর জীবনের মূল চালিকাশক্তি, সেটিকে তোমরা অস্বীকার করো বিজ্ঞানের নাম দিয়ে। আজকাল বিজ্ঞান হয়ে গেছে ছেলের-হাতের-মোয়া। যে যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই ব্যবহার করছে। এসব বিজ্ঞান-অজ্ঞানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ভেবে দেখো তো একবার, অন্তর ভালো থাকলে জীবনটা কি সতেজতায় ভরে যায় না? আর

১. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হাদীস : ৫০।

মনটা যখন খারাপ থাকে, তখন জীবনটা কি থমকে যায় না? বিষণ্ণতা মাথার ওপর চেপে বসে না?

বস্তবাদ ইয়াং জেনারেশানকে ডুবিয়ে রেখেছে সেক্স-মিউজিক-মুভি-ড্রাগ-মানি-ক্যারিয়ারের সমুদুরে। অতৃপ্ত আত্মার মানুষগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এসবের ওপর। হৃদয় প্রশান্তকারী উপাদান খুঁজছে এসবের মধ্যে। কিন্তু এসব কি আদৌ মনকে নির্মল করতে পারে? দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে মানুষকে?

এসব যদি সত্যিই হৃদয়ে ফাণ্ডনহাওয়া এনে দিতে পারত, তবে তো আত্মহননের পথ বেছে নিত না অর্থ-বিস্ত-বৈভবের মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো। নির্জনে চোখের জল ফেলত না রাকিবের মতো আদুরে দুলালরা। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করত না সুপার স্টারদেরকে। লাখ লাখ ফলোয়ার থাকা সত্ত্বেও একাকীত্ব অনুভব করত না সেলিব্রেটিরা।

আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ-খাওয়াতে-চাওয়া মানুষগুলোর অন্তরটা শূন্যই রয়ে যায়। ওরা সারাক্ষণ আরও চাই আরও চাই স্লোগানে ডুবে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই বেঁচে থাকটা অর্থহীন হয়ে যায় ওদের কাছে। যাদের অভিধানে আখিরাত নামক কোনো শব্দের চ্যাপ্টার নেই, তাদের অবস্থা তো এমনটা হবেই। দুনিয়ার সুখ-শান্তিই যাদের মুখ্য বিষয়, হতাশা তাদের গ্রাস করবে না তো কাদের করবে বলো!

রাকিবের মতো তুমিও হয়তো হতাশায় নিমজ্জিত। জীবনের সঠিক গন্তব্য না থাকার কারণে, তোমার হৃদয়ও হয়তো ক্ষত-বিক্ষত। না পাওয়ার বেদনাই তোমার নিত্যসঙ্গী। আসলে বাহ্যিক উন্নতি-প্রগতিই তো মূল বিবেচ্য বিষয় তোমার কাছে। গার্লফ্রেন্ড-ফেইসবুক-মিউজিক-সেক্স এগুলোর চিন্তায় বিভোর হয়ে আছ তুমি। আত্মিক জিনিসপত্তরের আর ঠাই দিলে কোথায়!

ভাই আমার! বিশ্বাস করো, এসব ধোঁকার সামগ্রী আমাদেরকে সাময়িক উত্তেজনা এনে দিতে পারে, কিন্তু কখনোই অন্তরকে নির্মল করতে পারে না।

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”^[২]

যে আল্লাহ এই মনের স্রষ্টা, তিনিই বলেছেন—অন্তরের প্রশান্তি একমাত্র তাঁকে স্মরণ করার মধ্যেই। আসলে হৃদয়ের স্রষ্টা এভাবেই সেটাপ করেছেন হৃদয়কে।

২. সূরা রদ, ১৩ : ২৮।